অন্য মা

ভাস্কর চক্রবর্ত্তী

"উফ্, আব্বু তাড়াতাড়ি করো না! কত বেলা হয়ে গেল কত কাজ আছে! স্নানটা তাড়াতাড়ি সেড়ে চটজলদি আসো তো দেখি!" – মৌসম বলল।

উত্তরে হাসান - "হ্যাঁরে মা, আসছি আসছি।"

হাসান মাহবুব ব্যবসায়িক এবং তাঁর ৯ বছরের মেয়ে মৌসম খাতুন। ওরা হাকিমপাড়ার এক ৩বিএইচকে ফ্ল্যাটে থাকে এবং শিলিগুড়ির অনেক আদি বাসিন্দা।

এত তাড়াহুড়োর কারণ হাসান কথা দিয়েছে মৌসুমকে নতুন শালোয়ার কিনে দেবে। তাই মৌসমের তর আর সইছেনা।

মৌসম, হতভাগি মা হাঁরা মেয়ে, যখন ৫ বছর বয়স তখন ওর মা ওকে ছেড়ে চলে গেছে।

আজ কিন্তু একটি বিশিষ্ট দিন, হিন্দুধর্ম মতে আজ মহালয়া, অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে পিতৃপুরুষেরা এই মর্ত্যধামে নেমে আসেন তাদের উত্তরসূরিদের কাছ থেকে জল পাওয়ার ইচ্ছায়। পূর্বপুরুষদের তর্পণাদির জন্যে এক প্রশস্ত বিশেষ পক্ষ। পিতৃপক্ষের শেষ ক্রিয়ার পর সূচনা হয় দেবীপক্ষের। আজ মহালয়া। পিতৃপক্ষের অবসানের মধ্য দিয়ে মাতৃপক্ষের শুভ সূচনা।

মৌসম কিন্তু এত কিছু জানে না। ও শুধু জানে আজ ওর নতুন জামা হবে। যা ওর আব্বু ওকে কিনে দেবে। এই খুশিতে মেয়েটি ঘরের এদিক থেকে ওদিক লম্ফঝম্ফ করে বেড়াচ্ছে।

বেলা গড়িয়ে এলো, টোটো ধরে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের উদ্দেশ্যে রওনা দিল হাসান ও মৌসম। শেঠ শ্রীলাল মার্কেট সাধারনত বাবুদের মার্কেট নামেই পরিচিত। দাম অল্প চড়া হলেও জিনিস পাওয়া যায় খাসা।

জিনিস কেনা হল, ২টো শালোয়ার তো হলই, সাথে উপরি পাওনা হল ২টো কুর্তি, ১টি জিন্স প্যান্ট আর ১টি টপ। মৌসম আজ খুব খুশি। তার আব্বুর কাছ থেকে এত্ত জিনিস উপহার পেয়ে।

ফেরার পথে মৌসম, কর্নেটো আইস্ক্রিমের মজা নিতে নিতে রিক্সায় ফিরছিল বাড়ি।

এমন সময় কুমোরটুলির সামনে এসে রিক্সার চেন ছিঁড়ে যায়। অগত্যা হাসান ও মৌসমকে রিক্সা থেকে নামতে হয়। কুমোরটুলির সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মৌসমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি একচালা সাবেকি দুর্গাপ্রতিমা।

মৌসম দুর্গামূর্তি দেখে ওর আব্বুকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা আব্বু হিন্দুরা দূর্গাপূজা করে কেন?"

হাসান মুচকি হেঁসে বলে, "ওরে আমার মা, আমি তোকে প্রত্যেকদিন যেমন আদর করি। হিন্দুধর্মের ভাই বোনেরা এই দুর্গাপ্রতিমাকে মা মনে করে, ৫দিন উৎসবের মাধ্যমে তাদের ভালোবাসা, আদর তাদের মায়ের প্রতি অর্পণ করে।"

"আচ্ছা। বুঝলাম। বলছি আব্বু, ওই মূর্তিমা কি সবার মা? নাকি হিন্দু ভাই বোনেদের জন্যই মা?" – মৌসমের প্রশ্ন হাসানকে।

হাসান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলো, "না রে মা, উনি জগজ্জননী, অর্থাৎ জগতের মা। তাই আমারও মা, তোরও মা।"

"আব্বু তুমি আবার আমার সাথে মশকরা করছ না? তোমার মা, আমার মা কি করে হয়?" – মৌসমের শিশু মনের প্রশ্ন।

হাসান হেঁসে উঠে বলল, "আচ্ছা তোর মা। আমার জন্য তো আল্লাহ খুব মিষ্টি জান্নাতের নূর পাঠিয়েছেন, এই যে তুই আমার মা", এই বলে হাসান মৌসমকে কোলে তুলে নেয়।

- "আব্বু? শোনো না, আরেকটা প্রশ্ন করি?"

- "হ্যাঁ রে মা, কর...."

- "দূর্গাপূজা মানে মা দুর্গাকে ভালোবাসা ও আদর করা, তাইতো আব্বু?"

- "আজ্ঞে!"

- "তবে আব্বু, আমরাও এবার আমাদের বাড়িতে দূর্গাপূজা করবো, আমাকে তো সবাই হতভাগি বলে পোড়াকপালি বলে, তো দুর্গামাকে ৫দিনের জন্য পেলেও, মাকে আদর করতে তো পারব। তখন তো এর কেউ বলবে না 'ওই পোড়াকপালি মা খাওয়া মাইয়া ' , বলো না আব্বু, আমরা তবে পূজা করবো তো?"

মেয়ের এই আবদারে হাসান জড়পদার্থে পরিণত হল। বকতেও পারে না ওই মা হাঁরা মেয়েটাকে!

শুধু উত্তর দিলো, "না, আমাদের ধর্ম আর ওদের ধর্ম আলাদা।"

- "ও আব্বু, আমাদের ওদের আবার কি? চাটুজ্জ্যি কাকু যখন ঈদের সময় আমাদের বাড়িতে আসে, তখন কত কিছু যে খায়! তো আমরা কেন দুর্গাপূজা করতে পারব না?"

হাসানের চোখ লাল হয়ে আসে। মৌসম বুঝতে পারে যে সে তাঁর আব্বুকে কষ্ট দিয়েছে।

মৌসম একদম চুপ হয়ে গেল। আর হাসান হনহন করে ধেয়ে চলল বাড়ির উদ্দেশ্যে।

এই সবের মধ্যে সময় পেরিয়ে আসে, হাসান তাঁর মেয়েকে নিয়ে বিল্ডিংএ পৌছেযায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে তাঁর ফ্ল্যাটের দিকে।

মেয়েকে কোলে থেকে নামিয়ে পকেটের থেকে চাবির থোকা বের করতে লাগল...

তালাটি খুলে হাসান ও মৌসম ঘরে গিয়ে সোফায় বসলো, মৌসম তাঁর আব্বুর জন্য এক গ্লাস জল এনে দিল। হাসান হেঁসে মেয়েকে ধন্যবাদ জানিয়ে জলপান করতে থাকলো।

এমনই সময় মৌসম একটু জিজ্ঞাসামুখো হয়ে রইল, হাসান বুঝতে পারল তাঁর কন্যার মনে প্রশ্ন আছে।

হাসান বলল, "মা আর কিছু জিজ্ঞেস করবি?"

মৌসম মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল যে তার আর কোনো প্রশ্ন নেই।

কিন্তু, হাসান পরিষ্কার বুঝতে পেল তার মেয়ের মনের মধ্যে উথাল পাথাল হচ্ছে এক প্রশ্ন।

হাসান এবার অভয়দানে বলল, "বল মা কী প্রশ্ন? চুপ করে থাকিস না। তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই! প্লিজ বল।"

বাবার আর্তি মৌসম ফেরাতে পারল না। বলল, "আব্বু তুমি একদম ঠিক ধরেছো, আমার না একটি প্রশ্ন আছে! কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিনা গো তোমায় বলবো কি না..."

- বল মা।

আব্বু, আমার এত্তগুলো প্রশ্নের উত্তর দিলে, রাগও করলে না, তবে আমার শেষ ইচ্ছেটুকু মানবে?

হাসান মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো।

- আব্বু, আমি যদি মা দুর্গাকে আম্মিজান বলে ডাকি তবে তুমি কি রাগ করবে?

মেয়ের এই প্রশ্নের উত্তর হাসানের কাছে ছিল না। ছিল তো শুধু অশ্রুধারা। যা গরিয়ে বেঁয়ে নেমে আসছিল হাসানের চোখের থেকে।